চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ৩১.০৮.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিবাদী সমাজ গড়তে হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, "গণতন্ত্রের বিকাশে যুক্তিবাদী প্রজন্ম গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আর সেই যুক্তিবাদী প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিতর্কের কোনো বিকল্প নেই। বিতর্ক তরুণদের চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধ করে, যুক্তিকে প্রাধান্য দিতে শেখায় এবং সহনশীল সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।"উৎসবমুখর পরিবেশে রোববার দুপুরে থিয়েটার ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হওয়া জিএমএইচএসডিএস ন্যাশনাল ডিবেট ফেস্টিভ্যাল ২০২৫ প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন তিনি। মেয়র ডা. শাহাদাত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "যারা বিতর্কে অংশ নেয়, তারা অন্যায়-অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখে। বিতর্ক শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এটি একটি জীবনমুখী শিক্ষা।"দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে এই উৎসবে ১৮ টি স্কুল আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ও ১৪টি কলেজ আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এছাড়া সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভ: মুসলিম হাই স্কুল, চট্টগ্রাম এর প্রধান শিক্ষক মোরশেদুজ জামান। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপ্রধান রমেশ্বর দাশ, মুসলিম হাই স্কুল প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদের সভাপতি শাহ আলম বাবুল, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বাংলাদেশ ডিবেট ফেডারেশনের সিনিয়র সভাপতি সাইফুদ্দীন মুন্না,চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক সাফরাশ নূরী সিজ্জি । আন্তঃকলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনালে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজের মুখোমুখি হয় হাজেরা তজু ডিগ্রি কলেজ। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ চ্যাম্পিয়ন এবং হাজেরা তজু ডিগ্রি কলেজ রানার্সআপের গৈরব অর্জন করে। আন্তঃস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডাঃ খাস্তগির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় মুখোমুখি হয় অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ান হয় ডাঃ খাস্তগির বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। এবং রানার্সআপ হয় অপর্ণাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

বাসা থেকে বর্জ্য নিতে ৭০ টাকার বেশি নয়: চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাসা থেকে বর্জ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো প্রতিষ্ঠান ৭০ টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না বলে স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, নির্ধারিত হারের বাইরে টাকা আদায় করলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। রোববার (তারিখ) টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে পরিচ্ছন্ন বিভাগের সাথে আয়োজিত সমন্বয় সভায় মেয়র এ নির্দেশনা দেন। সভায় মেয়র বলেন, নগরবাসীর জন্য সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা সিটি কর্পোরেশনের অন্যতম দায়িত্ব। তাই নির্ধারিত নিয়ম ভঙ্গ করে বাড়তি টাকা নেয়ার কোনো সুযোগ নেই।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, "চট্টগ্রাম নগরীর বাসিন্দাদের কাছ থেকে বর্জ্য অপসারণে নির্ধারিত ৭০ টাকার বেশি নিলে তা অসাধুতা হিসেবে গণ্য হবে। নগরবাসীর স্বার্থে আমরা এ বিষয়ে কোনো ছাড় দেব না।"সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী রিফাতুল করিম, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা প্রণব কুমার শর্মা, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদসহ পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

চবিতে সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে তিনি চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে যান এবং সেখানে চিকিৎসাধীন ছাত্রদের খোঁজখবর নেন।চমেক হাসপাতালে আহতদের দেখতে গিয়ে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, শিক্ষাঙ্গনে এমন সহিংসতা কখনোই কাম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ওপর স্থানীয়দের হামলা দুঃখজনক ও উদ্বেগজনক। এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া জরুরি, যাতে প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা যায়। শিক্ষার পরিবেশ অশান্ত করে যারা সহিংসতা সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।"তিনি

আরও বলেন, “চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে বারবার সহিংসতার ঘটনা ঘটলে তা শুধু শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নয়, পুরো সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সরকার ও প্রশাসনকে অবশ্যই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন ড্যাব চমেক শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. তমিজ উদ্দীন আহমেদ মানিক, মহানগর শাখার সভাপতি অধ্যাপক ডা. মো. আব্বাস উদ্দিন, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নসরুল কদির, মহানগর বিএনপির সাবেক স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. এস এম সারোয়ার আলম, চমেক হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. ইলিয়াছ চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, কোতয়ালী থানার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, চবি ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম শহিদ, চকবাজার থানা ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন আলো, চকবাজার ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবকদলের আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম মামুন, যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮